দৈনিক ইনকিলাব 018

তারিখ 30 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 5

মাত্সু নো মি-জাপানের একটি শিশু গৃহ-পাঠাগার

গোলাম মঈনউদ্দিন

বই যদি জ্ঞানের আঁধার হয়, তাহলে পাঠাগার একটি জ্ঞানরাজ্য। এই জ্ঞানরাজ্যে যাঁরা প্রবেশ করেন, অবস্থান করেন এবং নিয়মিত পাঠ করেন তাঁরা শুধু নিজেদেরকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেন না— প্রয়োজনে সেই জ্ঞানের আলোয় দেশ ও জাতিকে উদ্ভাসিত করেন।

বই পড়ুয়া জাপানী জাতি। ট্রেনে বাসে প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝেও তাঁরা চলতি পথে বই পড়েন। পাঠাগার ব্যবহার করেন ঠিক তেমনি আগ্রহের সাথে। বই কিনতেও তাঁরা দারুণ উৎসাহী। এই উৎসাহ এবং অধ্যবসায়কে শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে নিয়োজিত রাখেননি। ঘরে ঘরে তাঁরা পাঠাগার গড়ে তুলছেন শিশুদের জন্যে। জাপানীরা জানেন এবং বিশ্বাস করেন শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাদের শিক্ষা, তাদের মানসিকতার উপর নির্ভর

করছে আগামী দিনের জাপান, জাপানের উন্নতি। একটি পড়ুয়া জাতি-ই অন্যকে পড়াতে পারে, শেখাতে পারে। কিন্তু পড়া বা পড়ার অভ্যাস কোন অংকের ফর্মুলা নয়। যে-কোন সময় শিখে নিলেই তা আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। এ-একটি অভ্যাস, এ-একটি অধ্যবসায় যা দিনে দিনে গড়ে ওঠে, দিনে দিনে আয়ত্বে আসে। এ অভ্যাস বা অধ্যবসায়কে গড়ে তুলতে হলে খুব শিশুকাল থেকেই তার প্রচেষ্টা শুরু করতে হয়। বাইরে নয় ঘরের মধ্যেই গড়ে তুলতে হয় আপন ভুবন— যেখানে সহজেই নিজের ছায়া পড়ে, সহজেই নিজেকে চেনা যায়, নিজেকে বা ঘরের আর পাঁচজনকে গড়ে তোলা যায়।

এমনি উদ্যোগ আজ জাপানের অনেক ঘরেই দেখা যাচ্ছে। গৃহ-পাঠাগার আন্দোলন এখানে সৃষ্টি হয়েছে এখন থেকে বিশ বছর আগে। অতীতে গৃহ-পাঠাগার ছিল একটি স্বাধীন এবং উদার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এর ব্যাপ্তি ছিল অত্যন্ত সীমিত। হয়তো একটি কি দু'টি বাড়ী নিয়েছিল তার বিস্তৃতি। পড়ার উপকরণ ছিল খুব সীমিত। আর্থিক

অসচ্ছলতা ছিল এর একমাত্র অন্তরায়। কিন্তু বিশ বছর আগে যে মহৎ চিন্তার বীজ বপন করা হয়েছিল আজ তা ফলে ফুলে শোভিত বৃক্ষের রূপ লাভ করেছে।

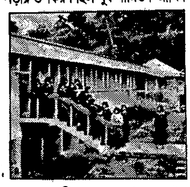

এমনি একটি গৃহ-পাঠাগার 'মাতসু নো মি'। ১৯৬৭ সালে এই পাঠাগার সৃষ্টি হয়। ইয়ারা চো নাকানো কু আবাসিক এলাকায় একটি বাড়ীর দোতালার সম্পূর্ণটাই নিয়ে এই পাঠাগারটি অবস্থিত। পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাত্রী মিস কুয়োকো মাতসুওকা ব্যক্তিগত জীবনে একজন শিশু সাহিত্যিক এবং অনুবাদক। এক সময় তিনি টোকিও'র একটি পাবলিক লাইব্রেরীতে কাজ করতেন, পাঠাগার পরিচালনা সম্পর্কিত দেশে-বিদেশে (আমেরিকার) উচ্চ প্রশিক্ষণ রয়েছে। টোকিও'র কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে তিনি গল্পবলার ক্লাসে শিক্ষা দান করে থাকেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৭ খানা শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকগুলি অনূদিত বই বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মাঝবয়সী মিস মাতসুওকা এ ধরনের পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেনঃ আমার আয়ের অধিকাংশই আসে

৫-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JUL 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

জাপানের শিশু পাঠাগার

৬-এর পৃষ্ঠার পর

শিশুদের জন্য লেখা বই-এর রয়্যালটি থেকে। অতএব এ অর্থে শিশুদের যেন একটি যোগ রয়ে গেছে, অধিকার রয়ে গেছে। এ অর্থ তাই তাদের পিছনে ব্যয় হওয়া সংগত এবং সে জন্যে তাদের জন্য এই লাইব্রেরী। পরবর্তী কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, বই তিনি ভাল বাসেন, নিজে বই বড়েন— এই ভালবাসা এবং বই পড়ার নেশা তিনি জাগাতে চান শিশুদের মধ্যে। পাড়ার শিশুদের পক্ষে দূরে কোন পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবহার করা সম্ভব নয়, তাই একটি পাড়ার শিশুরা যাতে সহজে পাঠাগার ব্যবহার করতে পারে সেজন্যেই এই পাঠাগারের সৃষ্টি। টোকিও শহরে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার ব্যবস্থা চালু আছে কিন্তু সেখানে গল্পবলার আসর

এখানে শিশুরা খুশি মনে বসে বসে গল্প শুনতে পারে। সুন্দর এই কক্ষটি। দেখে মনে হয় কোন শিল্পীর আঁকা ছবি যেন। মাথার ওপরে একটি প্রান্ত জুড়ে ফুলের সমারোহ। একদিকে খোলা। এই পথ দিয়ে পর্যাপ্ত আলোর সমারোহ আর এই খোলা পথে ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে পাগলকরা হাওয়া। নিচে এক দিকে ফায়ার হাউস, অন্যদিকে দেয়াল ঘেঁষে নরম সোফা। ঘরের মধ্যখানে খোলা মেঝেটা কার্পেটে মোড়া। তার ওপর আর একটি বিচিত্র রঙের ছোট কার্পেট। এই কার্পেটে বসে শিশুরা গল্প শোনে। কক্ষটি এয়ারকণ্ডিশন করা। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের অপূর্ব মিলনস্থল এ কক্ষটি। শিশুরা নিচে বসে, পাঠাগার সহকারী অন্য একটি মেয়ে চেয়ারে বসে বই থেকে ছবি দেখিয়ে গল্প বলে। গল্প বলার আসর শুরু করার আগে একটি মোমবাতি জ্বালানো হয়। এ মোমবাতিকে স্ট্যারি ক্যানড্‌ল বলা হয়। মিস মাতসুওকার মতে, এই স্ট্যারি ক্যানড্‌লের উপযোগিতা

ক· আজকে আমি পাইন কন পাঠাগারে যোগদান করলাম।

খ· আমি যখন এই পাঠাগারে যোগ দিয়েছি তখন এই পাঠাগারের আইন-কানুন মেনে চলবো।

গ· আমি অনেক বই পড়বো।

মুখে এই শপথবাণী উচ্চারণ করে এবং লিখিত একটি শপথপত্রে শিশু দস্তখত করে। যে শিশু দস্তখত করতে শেখেনি সে দস্তখতের জায়গায় যে কোন কিছু আঁকজোক করে রাখতে পারে। এ-রূপ কত বিচিত্রধর্মী আঁকজোকের নমুনাসম্বলিত শপথপত্র এ-পাঠাগারে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। প্রথম দিনে ঐ শিশুকে একটি রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেয়া হয় যাতে শিশুর নাম ঠিকানা বয়স এবং কোন স্কুলে পড়ে তা লিপিবদ্ধ থাকে। এই কার্ডে পিতা বা মাতার দস্তখত আনতে হয়। এ ছাড়া দেয়া হয় এই পাঠাগারের নিয়মাবলী যার একটি অংশ মায়েদের জন্য। নির্দিষ্ট দিনে বই ফেরৎ দেয়া, পাঠাগারে আসার সময় যেন ব্যাগ নিয়ে আসে যে ব্যাগে শিশুরা পাঠাগার থেকে বই নিতে পারে এবং পাঠাগারে আসার সময় যেন খেলনা বা কোন খাদ্যদ্রব্য না আনে ইত্যাদি সম্পর্কে মায়েদের সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া এই নিয়মাবলীতে থাকে পাঠাগারের সময়সূচী। প্রতি সপ্তাহে এ-পাঠাগার দু'দিন অর্থাৎ বুধবার এবং শনিবার খোলা থাকে। বুধবারে বেলা একটা থেকে চারটা পর্যন্ত এবং শনিবারে বেলা একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত শিশুরা পাঠাগার ব্যবহার করতে পারে। শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে বাসা থেকে পায়ে হেঁটে এবং একা এই পাঠাগারে আসতে হবে; খুব ছোট শিশু হলে মা সাথে করে আনতে পারেন, কিন্তু পাঠাগারের মধ্যে মায়ের প্রবেশ নিষেধ। মা পাঠাগার পর্যন্ত শিশুকে পৌঁছে দিতে পারেন। বাসায় ফেরার আগে খুব ছোট শিশুরা পাঠাগার থেকে ফোন করে মাকে আসতে বলে। মায়েদের বা অভিভাবকদের পাঠাগারে আসতে না দেয়ার পেছনে মিস মাতসুওকার অভিমত হল, মায়েরা এলে শিশুরা স্বাবলম্বী হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে না এবং প্রায় ক্ষেত্রে মায়েরা বা অভিভাবকরা শিশুদের স্বাধীন কার্যকলাপে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং শিশুরা অনেক নির্দেশাবলী ভাল করে শোনে না এই ভেবে যে তার মাতো রয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই ভাল করে শুনে নিয়ে পরে তাকে বলবেন। এভাবে শিশুরা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং উদাসীন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া রয়েছে বই-[illegible] এবং নির্দিষ্ট তারিখে [illegible] দেয়ার বক্তব্য সম্বলিত [illegible]বলী।

প্রথম আ[illegible] একটি হলুদ রঙের [illegible] দেয়া হয় যার প্রচ্ছদে আঁকা [illegible] একটি বই-এর ঘর। আর এ ঘরের ভিতরে বাইরে এবং ওপরে একমাত্র শিশুদেরই দেখা যায়। অবশ্য একটি পাখিও আছে। এই কার্ডের উল্টো পিঠে আছে ছোট ছোট কিছু নির্দেশাবলীঃ

ক· বই-এর যত্ন নিতে হবে।

খ· নির্দিষ্ট তারিখে বই ফেরৎ দিতে হবে।

গ· পাঠাগারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

ঘ· পাঠাগারে কোন খেলনা, খাবার ইত্যাদি আনা যাবে না।

ঙ· বই পড়ার পূর্বে হাত ও হাতের আঙ্গুল ভাল করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।

পাঠাগারে ঢোকার মুখে ডান হাতে দেয়ালে একটি ব্যাগ টাঙানো আছে যাতে প্রত্যেক শিশুর নামের কার্ড রাখা হয় এবং বাম হাতে টেবিলের ওপর তিনটি কাগজের বাক্স আছে। এই তিনটি বাক্স তিন প্রকার অর্থবোধক। প্রথম বাক্স শুধুমাত্র তাদের জন্যে যারা পাঠাগারে বসে পড়বে। দ্বিতীয় বাক্স গল্পবলার আসরে যোগদান করতে ইচ্ছুক শিশুদের জন্যে এবং যারা বই ইস্যু করে নেবে তাদের জন্যে তৃতীয় বাক্স। প্রত্যেক সদস্য শিশু পাঠাগারে ঢোকার আগে দেয়ালে টাঙানো ব্যাগ থেকে নিজের নামের কার্ডটি নিয়ে ঈপ্সিত বাক্সে ফেলে দেয়। এরপর পাঠাগার কর্তৃপক্ষ বাক্স দেখে কার্ডগুলোতে বিভিন্ন চিহ্নের ছাপ দেন। এ দিয়ে পাঠাগারের বিভিন্ন জরিপ কাজ পরিচালিত হয়। মনের আনন্দে শিশুরা এ পাঠাগারে আসে। কাউকে জোর করে আনা হয় না। এ পাঠাগারের আশে-পাশের সমস্ত আবাসিক এলাকার শিশুরা এ পাঠাগারটি ব্যবহার করে। জাপানের প্রতিটি পিতা-মাতাই পাঠাগার ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। তাই তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাগারে পাঠান। এ পাঠাগারে বড়দিনের উৎসব হয়। কিন্তু সে উৎসবের প্রকৃতিও যেন গ্রন্থমুখী। উৎসবের সময়ে কাগজ দিয়ে এক্সমাস ট্রী তৈরী করা হয় এবং এই গাছে শিশুরা বিভিন্ন রঙের এবং আকৃতির কাগজ সেঁটে দেয়। প্রতিটি শিশু স্ব-স্ব কাগজে তার সারা বছরের মধ্যে পড়া সবচেয়ে প্রিয় বইটির নাম লিখে ঐ গাছে সেঁটে দেয়। এর ফলে মূল গাছটির গায়ে বিচিত্র রঙের ও আকৃতির কাগজের টুকরার এক বিচিত্র সমারোহ সৃষ্টি হয়।